# বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

# বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

# ২০১২-২০১৩

## প্রথম খণ্ড

[অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়

এর ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে হিসাব সম্পর্কিত]

(আয়কর)

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

---

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

# সূচিপত্র


| ক্রঃ নং | বিবরণ | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|---|
| ১. | কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন | ক |
| ২. | মহাপরিচালকের বক্তব্য | খ |
| ৩. | প্রথম অধ্যায় | ১ |
| ৪. | অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ | ৩ |
| ৫. | অডিট বিষয়ক তথ্য | ৫ |
| ৬. | ম্যানেজমেন্ট ইস্যু | ৫ |
| ৭. | অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ | ৫ |
| ৮. | অডিটের সুপারিশ | ৫ |
| ৯. | দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ (অডিট অনুচ্ছেদ সমূহ) | ৭-২১ |
| ১০. | মহাপরিচালকের স্বাক্ষর | ২১ |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

মাসুদ আহমেদ

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

বাংলাদেশ।

তারিখ ঃ ০৩/০২/১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১৭/০৫/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

খ

## মহাপরিচালকের বক্তব্য

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আয়কর অনুবিভাগের কর সার্কেল অফিসগুলোর ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের অডিট স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়। মোট ১৩টি অনুচ্ছেদ নিয়ে রিপোর্টটি প্রনয়ন করা হয়েছে, যার আর্থিক সংশ্লেষ ৪৪,৯১,৩৪,৩৮৩/- টাকা।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১৩টি আপত্তি পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর আইনের কিছু আইনী প্রক্রিয়ার ব্যত্যয় ঘটিয়ে ট্যাক্স ইভেশন (Evasion) করা হয়েছে। অন্যদিকে কর বিভাগ কর্তৃক ভেরিফিকেশন অডিটের মাধ্যমে কর নির্ধারণের সময় আয়কর আইনের সুনির্দিষ্ট কিছু বিধি বিধান অনুসরণ না করায় কর কম আদায় হয়েছে। অডিট আপত্তিতে সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণ না করা এবং পূর্বের অডিট আপত্তিসমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ না করাসহ চিহ্নিত দুর্বলতাগুলো সংশোধন করে আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করা হলে সরকারি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ জাকির হোসেন খোন্দকার)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

তারিখ ঃ ১০/০১/১৪২৪.....বঙ্গাব্দ
২৩/০৪/২০১৭.....খ্রিস্টাব্দ

# প্রথম অধ্যায়

## (অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

# অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

| অনুচ্ছেদ নম্বর | আপত্তির শিরোনাম | জড়িত |
|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| ১. | মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ রাজস্ব ক্ষতি। | ২৪,৯৫,০৬,৫৭৩/- |
| ২. | অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত খরচ এবং প্রাপ্ত নগদ সহায়তার মোট আয়ের সাথে যোগ না করে আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম নির্ধারণ। | ৯,৯১,২৭,৯১৫/- |
| ৩. | গ্যাস বিল হতে উৎসে কর কর্তন না করা সত্ত্বেও খরচ অনুমোদন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য। | ২,৭৪,৩২,২৪৯/- |
| ৪. | 53BB ধারায় রপ্তানির মূল্য হতে কর্তনকৃত করের বিপরীতে কম আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য। | ৭৯,০২,১০৬/- |
| ৫. | পিপলস ইকুইটি লিঃ কর্তৃক কমিশন খরচ হতে উৎসে কর কর্তন না করা সত্ত্বেও মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর কম প্রদান। | ১০,২৫,৫৩৫/- |
| ৬. | মাইওয়ান ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাঃ লিঃ কর্তৃক আয় গোপন করে মোট আয়কর নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান। | ২,৫২,৪৮,৯৬৪/- |
| ৭. | পরিবহণ খরচ হতে উৎসে ভ্যাট কর্তন না করা সত্ত্বেও খরচ অনুমোদন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর কম প্রদান। | ২,২৫,৯৩,৫৮৫/- |
| ৮ | উৎসে কর বাবদ কম আদায়ের ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। | ৩৯,৮৯,৬৭৬/- |
| ৯. | চূড়ান্ত করদায়ের বিপরীতে অতিরিক্ত প্রদর্শিত প্রাপ্তিকে আয় হিসেবে গণ্য না করায় আয়কর কম ধার্য করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। | ৩৮,৮৩,৯৮০/- |
| ১০. | অগ্রাহ্য যোগ্য খরচকে অনুমোদন করে আয়কর কম ধার্য করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি । | ২৮;২৭,৮২০/- |
| ১১. | অননুমোদনযোগ্য খরচের উপর সাধারণ হারে করারোপ না করায় আয়কর কম ধার্য। | ২৪,৯৩,১০২/- |
| ১২. | একই বিল অব এন্ট্রি (বি/ই) দুইবার এন্ট্রি দেখিয়ে ক্রয়মূল্য অধিক প্রদর্শন করায় কর ফাঁকি | ১৭,০০,২৫৫/- |
| ১৩. | ব্যবসায়িক খরচ বহির্ভূত খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর কম প্রদান। | ১৪,০২,৬২৩/- |
| | **সর্বমোট** | **৪৪,৯১,৩৪,৩৮৩/-** |

# অডিট বিষয়ক তথ্য

| | | |
|---|---|---|
| নিরীক্ষা অর্থ বৎসর | ঃ | ২০১১-২০১২ |
| নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান | ঃ | অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আয়কর)। |
| নিরীক্ষার প্রকৃতি | ঃ | নিয়মানুগ নিরীক্ষা। |
| নিরীক্ষার সময় | ঃ | জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২ |
| আধাসরকারি পত্র নম্বর ও তারিখ | ঃ | ১২৮/ডিপি-২/২৯১, তারিখ ২৮-০৬-২০১৩খ্রিঃ। |
| নিরীক্ষা পদ্ধতি | ঃ | |

- বিশ্লেষণাত্মক (Analytical)
- আয়কর নির্ধারণী প্রক্রিয়ার অডিট (Assessment Audit)
- দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় নমুণায়নের মাধ্যমে নমুণা নির্ধারণ।
- বাস্তব জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ।
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে মতামত গ্রহণ।

**সার্বিক তত্ত্বাবধান** ঃ

- মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

**ম্যানেজমেন্ট ইস্যু** ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (Internal Audit) কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা।
- পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা।

**অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ** ঃ

- আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 16CCC ,29, 30, 46A(7)(C) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন আদেশ ও এসআরও এর ব্যত্যয়।
- অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত খরচ দাবী করা।
- প্রযোজ্য হার অপেক্ষা কম হারে করারোপ ।

**অডিটের সুপারিশ** ঃ

- আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 16CCC,29, 30, 46A(7)(C) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন আদেশ ও এসআরও এর ব্যত্যয় যাতে না ঘটে।
- অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন না করা।
- প্রযোজ্য হারে করারোপ করা।
- কর অবকাশ ভোগকারী প্রতিষ্ঠান ধারা 46A(7)(C) অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন নিশ্চিত করা।
- ৮২সি ধারায় কর নির্ধারণের সময় সঠিকভাবে মোট আয় নিরূপণ।

# দ্বিতীয় অধ্যায়
## (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

**অনুচ্ছেদ নং- ১।**

| | | |
|---|---|---|
| শিরোনাম | ঃ | মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২৪,৯৫,০৬,৫৭৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি। |
| বিবরণ | ঃ | আয়কর বিভাগের ১৯টি কর সার্কেলের ২০১১-২০১২ আর্থিক সনের অডিটে ২১টি কোম্পানির আয়কর রিটার্নসহ করাদেশ ও নথি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় দেখা যায় আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৮২বিবি এবং ৮৩(২) ধারায় রিটার্ন দাখিল ও কর নির্ধারণের সময় অননুমোদনযোগ্য খরচকে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করা হয়। ফলে আয়কর বাবদ ২৪,৯৫,০৬,৫৭৩/- (চব্বিশ কোটি পচানব্বই লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশত তিয়াত্তর মাত্র ) টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়। |
| অনিয়মের কারণ | ঃ | আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ৩০(এএ)ধারা অনুযায়ী প্রফিট এন্ড লস হিসাবে দাবীকৃত খরচের বিপরীতে উৎসে কর ও উৎসে মূসক কর্তনযোগ্য হলে সেক্ষেত্রে উৎসে কর ও উৎসে মূসক কর্তন করা না হলে উক্ত খরচকে আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণ করতঃ আয়কর নির্ধারণ করার বিধান রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে দাবীকৃত খরচের বিপরীতে উৎসে কর ও উৎসে মূসক কর্তন না করা সত্বেও উক্ত খরচকে আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণ না করায় আপত্তিতে বর্ণিত টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।<br>[ বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "১(এক)" দ্রষ্টব্য।] |
| অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব | ঃ | নথিপত্র যাচাই করে বিধি বিধান মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। |
| নিরীক্ষা মন্তব্য | ঃ | জবাব অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় আপত্তি গুলোকে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয়ের গোচরীভুত করা হয়। তারপরও নিষ্পত্তিমূলক জবাব না পাওয়ায় ২৮-০৬-২০১৩খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র জারি করার পরও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর রিটার্ন দাখিল ও কর নির্ধারণ করায় আয়কর কম ধার্য করা হয়, যা আদায়যোগ্য। |
| নিরীক্ষার সুপারিশ | ঃ | দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক কম প্রদত্ত/ কম ধার্যকৃত করের ২৪,৯৫,০৬,৫৭৩/- (চব্বিশ কোটি পচানব্বই লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশত তিয়াত্তর মাত্র ) আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক। |

**অনুচ্ছেদ নং- ২।**

| | | |
|---|---|---|
| শিরোনাম | ঃ | অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত খরচ এবং প্রাপ্ত নগদ সহায়তার টাকা মোট আয়ের সাথে যোগ না করে আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৯,৯১,২৭,৯১৫/- টাকা কম নির্ধারণ। |
| বিবরণ | ঃ | কর বিভাগের ৪টি সার্কেলের আওতাধীন ৬টি কোম্পানির ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-১২ অর্থ বছরের আয়কর রিটার্ন, করাদেশসহ নথি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় দেখা যায়, অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত খরচ এবং প্রাপ্ত নগদ সহায়তার টাকা মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করা হয়। ফলে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৯,৯১,২৭,৯১৫/- টাকা (নয় কোটি একানব্বই লক্ষ সাতাশ হাজার নয়শত পনের মাত্র) কম ধার্য করা হয়। |
| অনিয়মের কারণ | ঃ | অনিয়মের কারণসমূহ নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ- |

- আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ৬৫সি অনুযায়ী বিনামূল্যে নমুণা খরচের নির্ধারিত সিলিং রয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত সিলিং অপেক্ষা অতিরিক্ত খরচ দাবী করা হয়েছে।
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১৯(৩) ধারা অনুযায়ী অ-ব্যাখ্যায়িত আয়কে অন্যান্য সূত্রের আয় হিসাবে গণ্য করে মোট আয় নিরূপণ করার বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(জে) ধারা অনুযায়ী ইনসেনটিভ বোনাস খাতে অনুমোদনযোগ্য খরচ হবে নীট লাভের ১০%। এক্ষেত্রে তা অপেক্ষা অতিরিক্ত খরচ দাবী করা হয়েছে।
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৮(১)(সি) ধারা অনুযায়ী ক্যাশ সাবসিডি খাতে প্রাপ্তি করযোগ্য আয় হিসাবে বিবেচনাযোগ্য। এক্ষেত্রে করযোগ্য আয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি।

[ বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "২(দুই)" দ্রষ্টব্য।]

| | | |
|---|---|---|
| অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব | ঃ | নথি পরীক্ষা করে ও করদাতার ব্যাখ্যা গ্রহণ করে বিষয়টির উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। |
| নিরীক্ষা মন্তব্য | ঃ | জবাব যথাযথ না হওয়ায় নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদানের জন্য অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয়ে গোচরীভূত করার পর জবাব না পাওয়ায় ২৮-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। তার পরও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহের এবং এন বি আর এর আদেশের ব্যত্যয় ঘটিয়ে রিটার্ন দাখিল করায় আয়কর কম প্রদান করা হয়। যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক। |
| নিরীক্ষার সুপারিশ | ঃ | দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক কম প্রদত্ত করের ৯,৯১,২৭,৯১৫/- টাকা (নয় কোটি একানব্বই লক্ষ সাতাশ হাজার নয়শত পনের মাত্র) আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক। |

অনুচ্ছেদ নং- ৩।

শিরোনাম ঃ গ্যাস বিল হতে উৎসে কর কর্তন না করা সত্ত্বেও খরচ অনুমোদন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২,৭৪,৩২,২৪৯/- টাকা কম ধার্য।

বিবরণ ঃ কর সার্কেল ২৯,কর অঞ্চল-০২ ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-১২ অর্থ বৎসরের অডিটে নিম্নোক্ত ০৮ (আট)টি করদাতা কোম্পানির আয়কর রিটার্নসহ সংশ্লিষ্ট নথি পরীক্ষা করা হয়।

| ক্রমিক নং | কর দাতার নাম ও টি আইএন | কর বৎসর |
|---|---|---|
| ১ | সোহাগপুর টেক্সটাইল মিলস লিঃ | ২০১০-১১ |
| ২ | সোহাগপুর টেক্সটাইল মিলস লিঃ | ২০০৯-১০ |
| ৩ | শেফার্ড টেক্সটাইলস (বিডি) লিঃ | ২০১০-১১ |
| ৪ | মুন সিং পাওয়ার লিঃ | ২০১১-১২ |
| ৫ | মুন সিং পাওয়ার লিঃ | ২০১০-১১ |
| ৬ | শাহ ডায়িং এন্ড ফিনিশিং মিলস লিঃ | ২০১১-১২ |
| ৭ | শতাব্দী সিএনজি ফিলিং স্টেশন লিঃ | ২০১০-১১ |
| ৮ | শতাব্দী সিএনজি ফিলিং স্টেশন লিঃ | ২০১১-১২ |

আয়কর নথিসহ করাদেশ পরীক্ষায় দেখা যায় যে, গ্যাস বিল হতে উৎসে কর কর্তন না করা সত্ত্বেও খরচ অনুমোদন করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২,৭৪,৩২,২৪৯/- টাকা ( দুই কোটি চুয়াত্তর লক্ষ বত্রিশ হাজার দুইশত উনপঞ্চাশ মাত্র) কম ধার্য করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ গ্যাস বিল বাবদ দাবীকৃত খরচের টাকা পরিশোধের সময় আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২/বিধি-১৬ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৩০(এএ) অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন না করা হলে উক্ত খরচ অনুমোদন যোগ্য হয় না এবং মোট আয়ের সাথে যোগ করা হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বর্ণিত কোম্পানি সমূহের উক্ত খরচ অননুমোদন যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর বাবদ ২,৭৪,৩৪,৪৯৯/- টাকা কম ধার্য করা হয়।

[ বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "৩ (তিন)" দ্রষ্টব্য।]

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্থানীয় অফিস কর্তৃপক্ষের সাথে আপত্তিটি নিয়ে আলোচনা করা হলেও কোন লিখিত জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হওয়ায় অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় ২৮-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। তারপরও নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সুতরাং আপত্তিকৃত টাকা আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত ২,৭৪,৩২,২৪৯/- টাকা ( দুই কোটি চুয়াত্তর লক্ষ বত্রিশ হাজার দুইশত উনপঞ্চাশ মাত্র) আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ নং- ৪।**

| | | |
|---|---|---|
| শিরোনাম | ঃ | রপ্তানি মূল্য হতে কর্তনকৃত করের বিপরীতে কম আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৭৯,০২,১০৬/- টাকা কম ধার্য। |
| বিবরণ | ঃ | আয়কর বিভাগের ঢাকা ও চট্টগ্রাম এর ২টি সার্কেলের আওতাধীন কর সার্কেল-২২৩, কর অঞ্চল-১১, ঢাকা সহ কর সার্কেল-০৭ (কোম্পানিজ) কর অঞ্চল-০১, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের অডিটে ৮টি কোম্পানির ২০১১-১২ কর বর্ষের রিটার্ণসহ আয়কর নথিপত্র নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠান সমূহ নীটওয়ার এবং Woven গার্মেন্টস রপ্তানি ব্যবসায় নিয়োজিত। উক্ত রপ্তানি মূল্যের বিপরীতে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫৩ বিবি ধারায় উৎসে কর্তনযোগ্য করের বিপরীতে ৮২ সি ধারায় মোট আয় কম নিরূপণ করায় এবং ৩০ ধারায় সৃষ্ট আয়ের উপর সাধারণ হারে করারোপ না করায় আয়কর বাবদ ৭৯,০২,১০৬/- টাকা (উনআশি লক্ষ দুই হাজার একশত ছয় মাত্র) কম ধার্য করা হয়েছে। |
| অনিয়মের কারণ | ঃ | আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫৩বিবি ধারা অনুযায়ী নীটওয়ার এবং ওভেন (Woven) গার্মেন্টস রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি মূল্যের উপর যে হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য উক্ত হার অপেক্ষা কম উৎসে কর কর্তন করা হলে ৮২সি ধারা মোতাবেক চূড়ান্ত করদায় বিবেচনা পূর্বক ৩০(এএ) ধারা মোতাবেক মোট আয়ের সাথে যোগ করার বিধান রয়েছে এবং এসআরও নং ২০৫-আইন/আয়কর/২০০৫ তাং ০৬-০৭-২০০৫ এর ২নং ক্রমিক অনুযায়ী উল্লেখিত কোম্পানি সমূহের রপ্তানি আয়ের বিপরীতে ৫৩-বিবি ধারায় কম উৎসে কর্তিত কর এর বিপরীতে ধারণাগত আয়করের হার ১০% বিবেচনা পূর্বক আয় নিরূপণ করতে হবে মর্মে নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা না করায় আয়কর বাবদ আপত্তিতে বর্ণিত টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।<br>[ বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "৪ (চার)" দ্রষ্টব্য।] |
| **অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব** | ঃ | নথি পর্যালোচনা পূর্বক আপত্তির জবাব পরে জানানো হবে। |
| **নিরীক্ষা মন্তব্য** | ঃ | জবাব গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয় এবং ২৮-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়ার পরও জবাব পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় আয়কর কম ধার্য করায় আপত্তিকৃত টাকা আদায়যোগ্য। |
| **নিরীক্ষার সুপারিশ** | ঃ | দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত ৭৯,০২,১০৬/- টাকা (উনআশি লক্ষ দুই হাজার একশত ছয় মাত্র) আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক। |

অনুচ্ছেদ নং-৫।

| | | |
|---|---|---|
| শিরোনাম | ঃ | পিপলস ইকুইটি লিঃ কর্তৃক কমিশন খরচ হতে উৎসে কর কর্তন না করা সত্ত্বেও মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর বাবদ ১০,২৫,৫৩৫/- টাকা কম প্রদান। |
| বিবরণ | ঃ | কর সার্কেল ৮৯ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-৫, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-১২ অর্থ বছরের অডিটে পিপলস ইকুইটি লিঃ (নিবন্ধন নং-১৫০-২০০-৩৪৪১) এর ২০১১-১২ করবর্ষের রিটার্নসহ আয়কর নথিপত্র পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, কমিশন খরচ হতে উৎসে কর কর্তন না করা সত্ত্বেও মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর বাবদ ১০,২৫,৫৩৫/- টাকা (দশ লক্ষ পঁচিশ হাজার পাঁচশত পয়ত্রিশ মাত্র) কম প্রদান করা হয়েছে। |
| অনিয়মের কারণ | ঃ | Agent Commission বাবদ দাবীকৃত খরচ হতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(ই) অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন না করা হলে ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী খরচ অননুমোদনযোগ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগ করে কর ধার্য করতে হবে।<br><br>[ বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "৫ (পাঁচ)" দ্রষ্টব্য।] |
| অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব | ঃ | স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি। |
| নিরীক্ষা মন্তব্য | ঃ | স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জবাব প্রদান না করায় আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারির পরও জবাব না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ২৮-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। ফলে আপত্তিকৃত টাকা আদায়যোগ্য। |
| নিরীক্ষার সুপারিশ | ঃ | দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ১০,২৫,৫৩৫/-টাকা (দশ লক্ষ পঁচিশ হাজার পাঁচশত পঁয়ত্রিশ মাত্র) আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক। |

**অনুচ্ছেদ নং- ৬।**

| | | |
|---|---|---|
| শিরোনাম | ঃ | মাইওয়ান ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাঃ লিঃ কর্তৃক আয় গোপন করে মোট আয়কর নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২,৫২,৪৮,৯৬৪/- টাকা কম প্রদান। |
| বিবরণ | ঃ | কর সার্কেল-৫২ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-০৩, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-১২ অর্থ বছরের নিরীক্ষায় মাইওয়ান ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাঃ লিঃ (টি আই এন নং-০৮০-২০০-৮৭০৯) এর ২০১১-১২ কর সনের আয়কর রিটার্নসহ নথিপত্র পরীক্ষায় দেখা যায় যে, মাইওয়ান ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাঃ লিঃ কর্তৃক আয় গোপন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২,৫২,৪৮,৯৬৪/- টাকা (দুই কোটি বায়ান্ন লক্ষ আটচল্লিশ হাজার নয়শত চৌষট্টি মাত্র) কম প্রদান করা হয়েছে। |
| অনিয়মের কারণ | ঃ | বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ট্রেডিং একাউন্টে যে পরিমাণ বিক্রয় প্রদর্শন করা হয়, মূসক বিধি, ১৯৯১ এর মূসক-১৮ (চলতি হিসাব) এ প্রদেয় ভ্যাটের বিপরীতে অধিক বিক্রয় প্রদর্শিত হয়। ফলে আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত হিসাব বিবরণীর ট্রেডিং একাউন্টে বিক্রয় কম প্রদর্শনের মাধ্যমে আয় গোপন করা হয়েছে।<br><br>অপর পক্ষে, ট্রেডিং একাউন্টে গ্রস বিক্রয় হতে ভ্যাট বাদ দিয়ে নীট বিক্রয় দেখানো হয়। প্রকৃতপক্ষে মূসক বিধিমালা, ১৯৯১ এর মূসক-১৬ (বিক্রয় হিসাব রেজিস্টার) এ বিক্রয়ের সাথে মূসক কখনো যুক্ত থাকে না। শুধুমাত্র নীট বিক্রয় মূল্য লেখা হয়। ফলে যে পরিমাণ মূসক বাদ দেয়া হয়েছে ঐ পরিমাণ নীট আয় কম হয় এবং নীট আয় কম প্রদর্শনের ফলে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২,৫২,৪৮,৯৬৪/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।<br><br>[ বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "৬ (ছয়)" দ্রষ্টব্য।] |
| অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব | ঃ | যাচাইপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হবে। |
| নিরীক্ষা মন্তব্য | ঃ | জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও জবাব না পাওয়ায় ২৮/৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। তথ্য গোপন করার ফলে আয়কর কম আদায় হওয়ায় আপত্তিকৃত টাকা আদায়যোগ্য। |
| নিরীক্ষার সুপারিশ | ঃ | দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ২,৫২,৪৮,৯৬৪/- টাকা (দুই কোটি বায়ান্ন লক্ষ আটচল্লিশ হাজার নয়শত চৌষট্টি মাত্র) আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক। |

অনুচ্ছেদ নং-৭।

| | | |
|---|---|---|
| শিরোনাম | ঃ | পরিবহণ খরচ হতে উৎসে ভ্যাট কর্তন না করা সত্ত্বেও খরচ অনুমোদন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় ২,২৫,৯৩,৫৮৫/- টাকা আয়কর কম প্রদান। |
| বিবরণ | ঃ | উপ-কর কমিশনার কোম্পানিজ সার্কেল-৩৫, কর অঞ্চল-০২, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-১২ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে গ্রামীণ নীটওয়্যার লিঃ (টি আইএন নং-০৭০-২০০-৯৫০১) এর ২০১১-২০১২ কর সনের আয়কর নথি, রিটার্ণ, বার্ষিক হিসাব প্রতিবেদনসহ অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গ্রামীণ নীটওয়্যার লিঃ কর্তৃক পরিবহণ খরচ হতে উৎসে ভ্যাট কর্তন না করা সত্ত্বেও খরচ অনুমোদন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় ২,২৫,৯৩,৫৮৫/- টাকা (দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশত পঁচাশি মাত্র) আয়কর কম প্রদান করা হয়েছে। |
| অনিয়মের কারণ | ঃ | অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআর ও নং ১১৩-আইন/২০০৯/৫২১-মূসক তাং-১০-০৬-২০০৯ ইং মোতাবেক সেবার কোড নং এস ০৪৮.০০ এর অধীনে পরিবহণ ঠিকাদারকে লিমিটেড কোম্পানিজ কর্তৃক সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবার মূল্য পরিশোধের সময় উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও সরকারি কোষাগারে জমার বিধান থাকা সত্ত্বেও পরিবহণ ঠিকাদারকে মূল্য পরিশোধকালে ৪.৫% হারে ভ্যাট কর্তন ও জমা করা হয়নি।<br><br>আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদন যোগ্য হওয়ায় মোট আয়ের সাথে যোগ করতে হবে। কিন্তু উক্ত বিধান পরিপালন না করেই আয়কর অধ্যাদেশের ৮২ বিধি ধারায় ২০১১-১২ করবর্ষের রিটার্ন জমা দেয়ায় ২,২৫,৯৩,৫৮৫/- টাকা আয়কর বাবদ রাজস্ব কম আদায় হয়েছে।<br><br>[ বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "৭ (সাত)" দ্রষ্টব্য।] |
| অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব | ঃ | আইন অনুযায়ী মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১২০ ধারায় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| নিরীক্ষা মন্তব্য | ঃ | আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে জারির পরও জবাব না পাওয়ায় ২৮/৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। তারপরও নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। সুতরাং কম আয়কর নিরূপণ বাবদ আপত্তিকৃত টাকা আদায়যোগ্য। |
| নিরীক্ষার সুপারিশ | ঃ | দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ২,২৫,৯৩,৫৮৫/- টাকা (দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশত পঁচাশি মাত্র) আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক। |

**অনুচ্ছেদ নং-৮।**

| | | |
|---|---|---|
| শিরোনাম | ঃ | উৎসে কর বাবদ কম আদায়ের ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৩৯,৮৯,৬৭৬/- টাকা। |
| বিবরণ | ঃ | কর সার্কেল-৫১ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-০৩, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-১২ অর্থ বছরের অডিটে মনিকো লিমিটেড (টিআইএনঃ ০৭১-২০০-০৭৭০) এর ২০১১-১২ কর সনের ৮২ বিধি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্নসহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মনিকো লিমিটেড কর্তৃক উৎসে কর বাবদ ৩৯,৮৯,৬৭৬/- টাকা (উনচল্লিশ লক্ষ উননব্বই হাজার ছয়শত ছিয়াত্তর মাত্র) কম প্রদান করা হয়েছে। |
| অনিয়মের কারণ | ঃ | মনিকো লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটি ঠিকাদারী ব্যবসায় নিয়োজিত। উক্ত প্রতিষ্ঠান ২০১০-১১ আয়বর্ষে ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড মেইনটেনেন্স প্রজেক্টে এর কন্ট্রাক্ট নং-২ মোতাবেক পঞ্চগড় তেতুলিয়া বাংলাবন্দ সড়ক মেরামত/ উন্নয়নের কাজ সম্পাদন করে বিল নং-১২ থেকে ১৯ মোট ৮টি বিলের মাধ্যমে ৬৩,৩১,৪৫,৫৪১/- টাকা উত্তোলন করে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৫২ এবং বিধিমালার বিধি-১৬ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআর ও নং-২৬২ আইন/আয়কর/২০১০ তারিখ ০১-০৭-২০১০ অনুযায়ী একই প্রতিষ্ঠানের আয়বর্ষে পুঞ্জিভূত প্রাপ্তির পরিমাণ ৩,০০,০০,০০০/- টাকার অধিক হলে ৫% হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পুঞ্জিভূত প্রাপ্তির পরিমাণ ৬৩,৩১,৪৫,৫৪১/- টাকার.৫% = ৩,১৬,৫৭,২৭৭/- টাকা কর্তন/প্রদানযোগ্য ছিল। ২০১০-১১ অর্থ বছরে উক্ত প্রাপ্তির বিপরীতে উৎসে কর কর্তন করা হয় ২,৭৬,৬৭,৬০১/- টাকা। কম কর্তন করা হয় (৩,১৬,৫৭,২৭৭ - ২,৭৬,৬৭,৬০১) = ৩৯,৮৯,৬৭৬/- টাকা। উল্লেখ্য যে, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-এর ধারা ৬৩ মোতাবেক নিয়মিত কর নির্ধারণের পর যদি পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকৃত অথবা সংগৃহীত কর করদাতার প্রকৃত করের চেয়ে কম, সেক্ষেত্রে ঘাটতির সমপরিমাণ অর্থ করদাতা কর্তৃক প্রদেয় হবে। |
| অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব | ঃ | যাচাইপূর্বক পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। |
| নিরীক্ষা মন্তব্য | ঃ | জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারির পর ২৮/৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। সুতরাং আপত্তিকৃত টাকা আদায়যোগ্য। |
| নিরীক্ষার সুপারিশ | ঃ | আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত ৩৯,৮৯,৬৭৬/- টাকা (উনচল্লিশ লক্ষ উননব্বই হাজার ছয়শত ছিয়াত্তর মাত্র) আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক। |

**অনুচ্ছেদ নং- ৯।**

| | | |
|---|---|---|
| শিরোনাম | ঃ | চূড়ান্ত করদায়ের বিপরীতে অতিরিক্ত প্রদর্শিত প্রাপ্তিকে আয় হিসেবে গণ্য না করায় আয়কর কম ধার্য করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৩৮,৮৩,৯৮০/- টাকা । |
| বিবরণ | ঃ | কর সার্কেল-১৬২, (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-০৮, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-১২ অর্থ বছরের নিরীক্ষায় বিদিশা ইন্টারঃ লিঃ (টি আই এন ২৪৬-২০০-১৪৭১) এর ২০১১-১২ কর সনের করাদেশসহ নথি পরীক্ষায় দেখা যায় যে, বিদিশা ইন্টারন্যাশনাল লিঃ এর ৮২সি ধারায় চূড়ান্ত করদায়ের বিপরীতে অতিরিক্ত প্রদর্শিত প্রাপ্তিকে আয় হিসেবে গণ্য না করায় আয়কর বাবদ ৩৮,৮৩,৯৮০/- টাকা (আটত্রিশ লক্ষ তিরাশি হাজার নয়শত আশি মাত্র) কম ধার্য করা হয়েছে। |
| অনিয়মের কারণ | ঃ | করদাতা কোম্পানি কর্তৃক ঠিকাদারি চুক্তির মাধ্যমে সরবরাহ ও সেবা প্রদান করে উৎসে কর্তিত করের বিপরীতে যে পরিমাণ প্রাপ্তি হওয়ার কথা তার চেয়ে অধিক প্রাপ্তি দেখানো হয়েছে। উক্ত অধিক প্রাপ্তি কে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণের সময় ধারা ১৯(১) এবং ৮২সি(৬) অনুযায়ী আয় হিসেবে গণ্য না করায় আয়কর বাবদ ৩৮,৮৩,৯৮০/- টাকা কম ধার্য করা হয়। উল্লেখ্য যে, ৮২সি ধারায় চূড়ান্ত কর দায়ের বিপরীতে অতিরিক্ত প্রদর্শিত প্রাপ্তি থাকলে উক্ত প্রাপ্তির যদি কোন ব্যাখ্যা না থাকে তা হলে অতিরিক্ত প্রাপ্তিকে অধ্যাদেশে উল্লিখিত ধারার বিধান অনুযায়ী আয় হিসেবে গণ্য করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উক্ত বিধান পরিপালন করা হয়নি।<br><br>[ বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "৮ (আট)" দ্রষ্টব্য।] |
| অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব | ঃ | জবাব পাওয়া যায়নি। |
| নিরীক্ষা মন্তব্য | ঃ | জবাব প্রদান না করায় আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারির পরও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব না পাওয়ায় ২৮-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সুতরাং আপত্তিকৃত টাকা আদায়যোগ্য। |
| নিরীক্ষার সুপারিশ | ঃ | দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৩৮,৮৩,৯৮০/- টাকা (আটত্রিশ লক্ষ তিরাশি হাজার নয়শত আশি মাত্র) আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক। |

অনুচ্ছেদ নং-১০।

| | | |
|---|---|---|
| শিরোনাম | ঃ | অগ্রাহ্যযোগ্য খরচকে অনুমোদন করে আয়কর কম ধার্য করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২৮,২৭,৮২০/- টাকা। |
| বিবরণ | ঃ | কর সার্কেল-৪৫, (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-০৩, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের নিরীক্ষায় মিতালী টেক্সাইল ইন্ডাঃ (বিডি) লিঃ এর ২০১০-১১ কর সনের ৮৩(২) ধারায় প্রণীত করাদেশ, করপরিগণনা সিট, এ্যানুয়েল রিপোর্টসহ আয়কর রিটার্ন পরীক্ষায় দেখা যায় যে, মিতালী টেক্সটাইল ইন্ডাঃ (বিডি) লিঃ এর ৪৬এ(৭)(সি) ধারায় অগ্রাহ্যযোগ্য খরচকে অনুমোদন করায় আয়কর বাবদ ২৮,২৭,৮২০/- টাকা (আটাশ লক্ষ সাতাশ হাজার আটশত বিশ মাত্র) কম ধার্য করা হয়েছে। |
| অনিয়মের কারণ | ঃ | গ্যাস বিল বাবদ দাবীকৃত খরচ হতে ৫২ ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, করদাতা প্রতিষ্ঠানটি কর অবকাশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলেও ধারা ৪৬এ(৭)(সি) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচ হতে উৎসে কর কর্তন করা না হলে উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য এবং করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণের সময় উক্ত বিধান পরিপালন না করায় আয়কর বাবদ ২৮,২৭,৮২০/- টাকা কম ধার্য করা হয়েছে।<br><br>[ বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "৯ (নয়)" দ্রষ্টব্য।] |
| অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব | ঃ | যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। |
| নিরীক্ষা মন্তব্য | ঃ | অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে প্রেরণ করা হলেও কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব না পাওয়ায় ২৮-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারির পরও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। সুতরাং উত্থাপিত আপত্তিটি আইনানুগভাবে সঠিক হওয়ায় আপত্তিকৃত টাকা আদায়যোগ্য। |
| নিরীক্ষার সুপারিশ | ঃ | দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ২৮,২৭,৮২০/- টাকা (আটাশ লক্ষ সাতাশ হাজার আটশত বিশ মাত্র) আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক। |

**অনুচ্ছেদ নং- ১১।**

| | | |
|---|---|---|
| শিরোনাম | ঃ | অননুমোদনযোগ্য খরচের উপর সাধারণ হারে করারোপ না করায় আয়কর বাবদ ২৪,৯৩,১০২/- টাকা কম ধার্য। |
| বিবরণ | ঃ | কর সার্কেল ৭৩ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-৪, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থবৎসরের নিরীক্ষায় ক্লেমন গামেন্টস লিঃ ও ক্লাক্সটন এ্যাপারেলস এন্ড টেক্সটাইল লিঃ এর ২০১১-২০১২ কর সনের আয়কর নথিপত্র পরীক্ষায় দেখা যায়, ৩০ ধারায় অননুমোদনযোগ্য খরচের উপর সাধারণ হারে করারোপ না করায় আয়কর বাবদ ২৪,৯৩,১০২/- টাকা (চব্বিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার একশত দুই মাত্র) কম ধার্য করা হয়েছে। |
| **অনিয়মের কারণ** | ঃ | ৮৩(২) ধারায় করাদেশ প্রণয়নের সময় পরিবহন ব্যয়ের টাকা পরিশোধের বিপরীতে এসআরও নং-১১৩-আইন/২০০৯/৫২১-মূসক তারিখ ১০-০৬-২০০৯ ইং এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালার বিধি ১৬ অনুযায়ী উৎসে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হয়নি। তারপরও তা অগ্রাহ্য করা হয়নি বিধায় উক্ত দাবীকৃত খরচ ধারা ৩০(এএ) অনুযায়ী অনুমোদন যোগ্য এসআরও নং-২০৫-আইন/আয়কর/২০০৫ তাং ০৬-০৭-০৫ এর অনুচ্ছেদ ১ অনুযায়ী তৈরি পোষাক এবং নীটওয়্যার হতে রপ্তানি আয় নিরূপণকালে আয়কর অধ্যাদেশের ১৯ বা ৩০ ধারায় সংযোজিত আয় চূড়ান্ত কর দায় বহির্ভূত হবে। অর্থাৎ সাধারণ হারে করারোপ যোগ্য। এক্ষেত্রে উক্ত অননুমোদনযোগ্য ব্যয়কে অগ্রাহ্য করে মোট আয় নির্ণয় না করায় আয়কর বাবদ ক্লেমন গামেন্টস লিঃ এর ১৬,৫২,৪৯৮/- টাকা এবং ক্লাক্সটন এ্যাপারেলস এন্ড টেক্সটাইল লিঃ এর ৮,৪০,৬০৪/- টাকা সর্বমোট ২৪,৯৩,১০২/- টাক কম ধার্য করা হয়।<br>[ বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "১০ (দশ)" দ্রষ্টব্য।] |
| **অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব** | ঃ | যাচাই পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। |
| **নিরীক্ষা মন্তব্য** | ঃ | স্থানীয় অফিসের জবাবের প্রেক্ষিতে আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসাবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব বরাবরে প্রেরণ করার পরও কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব না পাওয়ায় ২৮-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। সুতরাং আপত্তিকৃত টাকা আদায়যোগ্য। |
| নিরীক্ষার সুপারিশ | ঃ | দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে আপত্তিকৃত ২৪,৯৩,১০২/- টাকা (চব্বিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার একশত দুই মাত্র) আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক। |

**অনুচ্ছেদ নং- ১২।**

| | | |
|---|---|---|
| **শিরোনাম** | ঃ | **একই বিল অব এন্ট্রি (বি/ই) দুইবার এন্ট্রি দেখিয়ে ক্রয়মূল্য অধিক প্রদর্শন করায় কর ফাঁকি ১৭,০০,২৫৫/- টাকা।** |
| **বিষয়বস্তু** | ঃ | কর সার্কেল ২৮৮ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ আর্থিক সনের নিরীক্ষায় জেনারেল কর্পোরেশন লিঃ (টিআইএন নং-০৭০-২০০-৮৯৫৫) এর ২০১১-২০১২ কর সনের আয়কর রিটার্ন, বার্ষিক রিপোর্ট ও সংশ্লিষ্ট নথি পরীক্ষায় দেখা যায় যে, জেনারেল কর্পোরেশন লিঃ কর্তৃক একই বিল অব এন্ট্রি (বি/ই) দুবার প্রদর্শন করে ক্রয়মূল্য অধিক দেখিয়ে কর ফাঁকি ১৭,০০,২৫৫/- টাকা (সতের লক্ষ দুইশত পঞ্চান্ন মাত্র)। |
| **অনিয়মের কারণ** | ঃ | বিল অব এন্ট্রি নং সি-১২৬০৭ তাং ৩০-০৬-২০১০, ২০০৯-২০১০ অর্থবর্ষে প্রদর্শন করা হয়েছে। দ্বিতীয়বার একই বিল অব এন্ট্রি ২০১০-২০১১ অর্থ বর্ষেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে দ্বিতীয়বার এন্ট্রি করার সময় বিল অব এন্ট্রি নম্বর ঠিক রেখে তারিখ ৩০-০৬-১০ এর স্থলে ০১-০৭-২০১০ লিখে বিবরণী তৈরি করে ৪৫,৩৪,০১৩/- টাকা ব্যয় এবং উৎসে আয়কর ৭৯,২০০/- টাকা পরিশোধ দেখানো হয়। অর্থাৎ একই বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে আমদানি ব্যয় ৪৫,৩৪,০১৩/- টাকা প্রথমে ২০০৯-২০১০ অর্থবর্ষে প্রদর্শন করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১০-২০১১ অর্থবর্ষে পুনরায় প্রদর্শন করে ৪৫,৩৪,০১৩/- টাকা অধিক ব্যয় দেখানোর কারণে করদাতা প্রতিষ্ঠানের নীটলাভ কম হওয়ায় উক্ত পরিমাণ টাকার সমপরিমাণ মোট আয়ও কম হয়। ফলে ৪৫,৩৪,০১৩/- টাকার ৩৭.৫০% = ১৭,০০,২৫৫/- টাকা কর ফাঁকি হয়। যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আদায়যোগ্য। |
| **স্থানীয় অফিসের জবাব** | ঃ | স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদান করেননি। |
| **অডিটের মন্তব্য** | ঃ | স্থানীয় অফিস কর্তৃক জবাব না পাওয়ায় অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৮-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া হয়। কিন্তু কোনো মহল থেকে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। যেহেতু কোনো প্রকার জবাব পাওয়া যায়নি এবং উত্থাপিত আপত্তিটি সঠিক, সুতরাং আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক। |
| **অডিটের সুপারিশ** | ঃ | আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করে ফাঁকিকৃত করের ১৭,০০,২৫৫/- টাকা (সতের লক্ষ দুইশত পঞ্চান্ন মাত্র) আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক। |

অনুচ্ছেদ নং- ১৩।

| | | |
|---|---|---|
| শিরোনাম | ঃ | ব্যবসায়িক খরচ বহির্ভূত খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর বাবদ ১৪,০২,৬২৩/- টাকা কম প্রদান। |
| বিষয়বস্তু | ঃ | কর সার্কেল ৮৯ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-৫, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ আর্থিক সনের অডিটে মিডিয়া ওয়ার্ল্ড লিঃ এর ২০১১-২০১২ কর বছর রিটার্নসহ আয়কর নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মিডিয়া ওর্য়াল্ড লিঃ কর্তৃক ব্যবসায়িক খরচ বহির্ভূত খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর বাবদ ১৪,০২,৬২৩/- টাকা (চৌদ্দ লক্ষ দুই হাজার ছয়শত তেইশ মাত্র) কম প্রদান করা হয়েছে। |
| অনিয়মের কারণ | ঃ | করদাতা কর্তৃক লাভক্ষতি হিসাবের নোট-১৮ তে স্টাফ ইনকাম ট্যাক্স বাবদ দাবীকৃত খরচ ধারা ২৯ অনুযায়ী ব্যবসায়িক খরচ না হওয়া সত্ত্বেও মোট আয়ের সাথে যোগ করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় স্টাফ ইনকাম ট্যাক্স ব্যবসায়িক খরচ হিসেবে অনুমোদনের কোনো বিধান নেই। স্টাফ ইনকাম ট্যাক্স স্টাফদের বেতন ভাতার উপর প্রদানযোগ্য কর এবং এই করের জন্য ব্যক্তি বিশেষ দায়ী, কোম্পানি দায়ী নয়। কোম্পানি উৎসে কর কর্তনকারী হিসেবে বিবেচ্য। এক্ষেত্রে স্টাফ ইনকাম ট্যাক্স অননুমোদনযোগ্য খরচ হওয়া সত্ত্বেও মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর বাবদ ১৪,০২,৬২৩/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।<br>[ বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "১১ (এগার)" দ্রষ্টব্য।] |
| স্থানীয় অফিসের জবাব | ঃ | স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায়নি। |
| অডিটের মন্তব্য | ঃ | স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদান না করায় অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারির পরও জবাব না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ২৮-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। সুতরাং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক। |
| অডিটের সুপারিশ | ঃ | আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে আপত্তিকৃত ১৪,০২,৬২৩/- টাকা (চৌদ্দ লক্ষ দুই হাজার ছয়শত তেইশ মাত্র) আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক। |

স্বাক্ষরিত

(মোঃ জাকির হোসেন খোন্দকার)
মহাপরিচালক
ফোন ঃ ৮৩১৬১৩০

বাঃসঃমুঃ-২০১৬/২০১৭-৫০০৬কম/এ—৭৫০ বই, ২০১৭ইং।